7

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 29.OCT 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

নাটোর জেলার প্রাথমিক শিক্ষার চিত্র

আট শ' গ্রামে একটিও বিদ্যালয় নেই ॥ ৬১ হাজার শিশু শিক্ষা থেকে বঞ্চিত

নাটোর, ২৮ অক্টোবর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।—নাটোর জেলার ৮শ' গ্রামে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। এ কারণে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে প্রায় ৬১ হাজার শিশু। ৫৭টি শিক্ষক পদসহ ৭৯টি গুরুত্বপূর্ণ পদের বিপরীতে কোন লোক নেই। অথচ 'সবার জন্য শিক্ষা', 'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা' 'আমি আর টিপ সই দিব না' ইত্যাদি বিভিন্ন স্লোগান নিয়ে বছর ধরে পালিত হচ্ছে শিক্ষা সপ্তাহ, শিক্ষা দিবস, সাক্ষরতা দিবস, শিশু অধিকার দিবস ইত্যাদি।

সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, জেলায় ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী মোট শিশুর সংখ্যা ২ লাখ ২০ হাজার ১শ' ৩৩।

এদের মধ্যে বালক ১ লাখ ১৪ হাজার ৯শ' ৫৮ ও বালিকা ১ লাখ ৫ হাজার ১শ' ৭৫। মোট বালক ও বালিকার মধ্যে এ বছরের প্রথমদিকে স্কুলে ভর্তি হয় ১ লাখ ৯২ হাজার ২শ' ৫০ জন। ভর্তি হওয়া মোট শিশুর মধ্যে ড্রপ আউটের আওতায় স্কুল ছেড়েছে প্রায় ৪২ হাজার শিশু। এছাড়া এনজিও পরিচালিত উপ-আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয় ও 'ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গণশিক্ষা প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৮ হাজার শিশু প্রাথমিক শিক্ষার আলো পাচ্ছে। বাদবাকি প্রায় ৬১ হাজার শিশু চলতি বছর প্রাথমিক শিক্ষণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

নাটোর জেলার ছয় থানার ১ হাজার ৩শ' ৬৬টি গ্রামের মধ্যে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪০৬ এবং রেজিস্ট্রেশনকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৬০টি।

শুধুমাত্র সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতেই শ্রেণীপ্রতি ১ জন শিক্ষক হিসাবে পদ বিধিতে পদ থাকার কথা ২ হাজার ৩০টি অথচ এসব প্রয়োজনের দিকে পিঠ রেখে জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে অনুমোদিত ১৭শ' ৯৩ পদের বিপরীতে কর্মরত শিক্ষকের সংখ্যা ১ হাজার ৭শ' ৩৬। শিক্ষক ছাড়া ১ জন সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, বাগাতিপাড়া ও গুরুদাসপুরে থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারসহ ছয়টি থানাতেই সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার এবং ৪টি ক্লার্ক কাম টাইপিস্টের পদের বিপরীতে কোন্ লোক নেই।

সরকারী বিধান অনুসারে প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে "শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য" কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। নাটোর জেলার ৫১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এই সুবিধা পাচ্ছে। কিন্তু একদিকে প্রত্যন্ত অঞ্চল ও অন্যদিকে শিক্ষক স্বল্পতার জন্য স্বাভাবিকভাবেই এসব অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সর্বাধিক ৪ জন শিক্ষক আছেন যেখানে 'শিবিখা'র জন্য ছাত্র-ছাত্রীর চাপ স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি। অথচ বাস্তব চিত্র হচ্ছে একদিকে অধিক শিক্ষার্থী অন্যদিকে সর্বোচ্চ ৪ শিক্ষকের মধ্যে একজনের শিবিখা'র কাজে মাসের ১০ দিন ব্যস্ততা। ফলে শিবিখা'র আওতাভুক্ত স্কুলগুলোয় পড়ালেখার মান কমে যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে শিবিখা'র সকল কাজ বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি বা ইউপি চেয়ারম্যানের করার বিধি থাকলেও বিধিমতো কর্তারা থাকছেন শুধুমাত্র কাগজে-কলমে আর বাস্তবে কাজ করে যাচ্ছেন সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক। এ ব্যাপারে সিংড়া থানার চামাড়ি ইউনিয়নের শিবিখা'র আওতাভুক্ত চামাড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকমকছেদ আলী বলেন, শিবিখা'র কাজ সম্পাদনের জন্য অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি ও লোক নিয়োগ করা দরকার।